মানব সভ্যতা

রওজা শরীফ



সম্পাদনায়

সাজ্জাদানশীন খাদেমুল ফোক্‌রা,
মওলানা শাহ্‌ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

প্রকাশক
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজী।
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০০৬ ইংরেজী।
৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২৫ জুন ২০১২ ইংরেজী।

ডিজাইন ও মুদ্রণে
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪
ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮
E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com
Website : www.maizbhandarsharif.com

হাদিয়া
দশ টাকা মাত্র

মুখবন্ধ

"মানব সভ্যতা" নামক এই কিতাবখানি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আমার মুর্শিদ কেবলায়ে আলম, অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) ছাহেব তাঁহার জীবনের অন্তিম সময়ে রচনা করে যান এবং ইহার "ভূমিকা" অংশে কিতাবখানি প্রকাশের দায়িত্ব আমাকে অর্পন করিয়া যান। ইতিমধ্যে কিতাবখানির প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার দরুণ আশেক, ভক্ত, মুরিদানগণের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর প্রয়োজন অনুভব করি।

অছীয়ে গাউছুল আজম তাঁহার ওফাতের পূর্বে আমাকেই গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর গদীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া যান। অছীয়ে গাউছুল আজম উক্ত কিতাবের ভূমিকাংশে আরো উল্লেখ করেন যে, "হানাফী মাজহাব এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলী উল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে 'সাজ্জাদানশীন' মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পন করিলাম।"

এই প্রসঙ্গে আমার মুর্শিদ কেবলার জীবদ্দশায় প্রকাশিত "জরুরী বিজ্ঞপ্তি" এর প্রতি পাঠক এবং তরিকতের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তরিকত পন্থীদের জন্য আবহমানকাল তাহাদের অবগতির পরিধিকে প্রসারিত করিতে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে বিধায় ইহাকে সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, "সজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউছিয়া"-তে পর্যায়ক্রমে ক্রমিক নাম্বার ৩৭-এ হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা কাবা এর পাক নাম এবং ক্রমিক নাম্বার ৩৮-এ অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পাক

নামের পরের অবস্থানে সাজ্জাদানশীন মনোনীত হওয়ার মুলে রাসুলে পাক (সঃ) এঁর আহলে বায়াত রূপে আমার নাম অর্ন্তভূক্ত করা আছে।

সজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউছিয়া (মাইজভাণ্ডারী সিলসিলা)

১) তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সঃ)

২) আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (কঃ)

১৮) পীরানে পীর দস্তগীর হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)।

৩৭) হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

৩৮) অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

■ অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন-মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্থ হওয়ার সুবাদে উপরে বর্ণিত শজরার ক্রমধারায় ৩৯ নং ক্রমিকে আমার নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলার পবিত্র বাণী– "যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ জারী থাকিবে।" এই গাউছিয়ত সরকার জারী রাখার মানসে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ওফাতের পূর্বে তদীয় নাতী অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কে একমাত্র সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া গদীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। অছীয়ে গাউছুল আজম পুনরায় এই গাউছিয়ত সরকারের ধারাবাহিকতা

জারী রাখার মানসে আমাকে একমাত্র সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া গদীর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং এই গাউছিয়ত জারী ও সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিয়া যান। অতএব হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা কাবার বাণীর প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি এই গাউছিয়ত সরকারের ধারাবাহিকতা "শজরার" মাধ্যমে মনোনীত সাজ্জাদানশীন এর ধারাবাহিকতায় আবহমানকাল জারী থাকিবে ইনশাল্লাহ।

আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ওরসে পাকে গাউছে আজম শাহে মাইজভাণ্ডারকা

আশেকুঁকো শওকছে তশরীফ লানা চাহিয়ে।

অত্র বিজ্ঞপ্তি মূলে অবগত করিতেছি যে ঃ –

আস্‌ছে ১০ই মাঘ রোজ শুক্রবার ১৩৮১ বাংলা মোতাবেক ২৪শে জানুয়ারী সাবেক পদ্ধতীতে গাউছে পাকের পবিত্র স্মৃতি বার্ষিকী ওরস শরীফ হজরত আক্‌দাছের মাজার শরীফের পাশে–হুজুরা শরীফ গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলের সামনে অনুষ্ঠিত হইবে।

কামেলের মাজার জান সর্ব্বদুঃখ হারি

প্রেমিকের প্রাণে ঢালে শান্তি সূধা বারী

ইহা হজরতের প্রতি আনুগত্যের মেহরাব হিসাবে পবিত্র হুজুরা শরীফের সম্মুখে মীলাদ শরীফ, ইছালে ছওয়াব, সকলের নেয়াজ কবুল ও হাজত মকছুদ পূরণার্থে মোনাজাত করে দোয়া কামনা করা হয়।

হাফেজ সিরাজীর বাণী

گ‍ـت کش این دروی میکده یارب که درش * قبله حاجات و محراب دعا می باشم

যেই দরজাটি লোকের হাজত মকছুদ পূরণের মেহরাবে পরিণত, সেই ঘরটি আকর্ষী সরাবের মত জনপ্রিয় কাম্য আকর্ষক এবং পেয়ারা সাব্যস্ত।

পবিত্র মীলাদ শরীফের পরেই–হজরতের নির্দ্দেশিত চট্টগ্রামী দস্তুর মত নেয়াজ (তবরুক) বিতরণ করা হয়। হজরতের ওরস শরীফ বা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির জন্য কারো নিকট থেকে যাঞ্চা, মাগা বা চাওয়ার নিয়ম নাই। স্বতঃ প্রদত্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সম্পন্ন হাদীয়াই গ্রহণ করা হয়। যাহা "খাইন" শাসক কর্ত্তৃক পাইকারী মত নহে।

যেই সকল ফিকিরবাজ-ফেরববাজ ব্যবসা-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা এই সকল উদ্দেশ্য দেখাইয়া বিভিন্ন নামে ভূয়া মিথ্যা ঠিকানা প্রকাশে নিজেরা বা স্বার্থপর এজেন্ট দ্বারা রসিদ ইত্যাদি দেখাইয়া টাকা এবং নানা বস্তু উশুল করে, তাহারা হজরতের পুত্র বংশ বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মালিক ওয়ারিশ বা সংশ্লিষ্ট মোন্তাজেম লোক নহে।

সকলের অবগতির জন্য ইতিপূর্ব্বে বহুবার দৈনিক আজাদী পত্রিকা মারফত প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করিয়াছি, এখনো বলিতে চাই যে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর বংশধর আওলাদগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া ছায়ের ব্যবসা করেনা, যাহা গাউছিয়ত নীতি বিরুদ্ধ। এই সকল ফিকিরবাজ, শঠ, প্রবঞ্চকগণ হজরতের পুত্র বংশ বা হজরতের নামীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির মালিক-ওয়ারিশ মোন্তাজেম নহে।

আমার পাঁচ ছেলে (১) সৈয়দ জিয়াউল হক (২) সৈয়দ মুনিরুল হক (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক (৪) সৈয়দ দীদারুল হক (৫) সৈয়দ শহীদুল হক–শাহজাদাগণই, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের এবং আমার পুত্র বংশধর আওলাদ (অলদ) অন্য কেহ নহে।

প্রথম পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে তাহার অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে মসজিদ পুকুরের উত্তরদিকে আমার নিজস্ব বাগান বাড়ীতে পাকা-দালান, "স্যানিটারী ল্যাট্রিন" ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া এবং তাহার প্রাপ্য জমি-জমা তুল্লাংশে ভাগ-বণ্টন মতে দিয়া পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। এখন তিনি নিজের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মুনিরুল হক (চার্জ্জ) মোন্তাজেম, ৩য় পুত্র সৈয়দ এমদাদুল হক সাজ্জাদানশীন ও নায়েব মোন্তাজেম। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ দীদারুল হক পঞ্চম পুত্র সৈয়দ শহীদুল হক নায়েব মোন্তাজেম সহ এই চারিজনই মোন্তাজেম হিসাবে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলে অবস্থান করিতেছে। হজরত আক্‌দাছের আস্তানা পাকের হুজুরা শরীফ–গাউছিয়া

আহমদীয়া মঞ্জিল রওজা শরীফ–ওরস শরীফ স্মৃতি জড়িত, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির আইন-সঙ্গত এন্তেজামকারী বৈধতামতে মোন্তাজেম জিম্মাদার।

সৈয়দ এমদাদুল হক হানফী মজহাব–সুন্নতে এজমা বিধি ফতওয়ামতে আমার মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত।

যাহারা খোদায়ী ফজীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম বিক্রি পূর্ব্বক ব্যবসা করে। তাহাদের খপ্পর হইতে রক্ষার মানসে বুজুর্গ-ভক্ত ও খোদা-পেয়ারা ব্যক্তিদিগকে সতর্ক করিতেছি। যেহেতু দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদানকারীও দুর্নীতিবাজের সমান। কামেলের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, বিরোধিতা, অবৈধ-বেআইনীও পাপ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমার মেয়েদিগকে তাহাদের উপযোগী জমা-জমি পৃথক দানপত্রমূলে দান করিয়াছি ছুফী সভ্যতা প্রচার "জ্ঞান ভাণ্ডার" পাঠাগারের জন্য মং ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছি।

এতদ্‌সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হজরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী–সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।

ইতি–

খাদেমুল ফোক্‌রা

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন–গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

গাউছিয়ত নীতি

১। তেলাওয়াতে অজুদ :

নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভালমন্দ কাজ-কর্মের বিচার, চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে মন্দের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা-অনিবার্য। ফলে খোদা পথচারী নাছুত্‌ভাব কামনার উর্ধ্বে 'লাওয়ামা' 'মলকুত্' শক্তি জগতে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়। যাহাকে ছুফি পরিভাষায় 'ফানা আনিল খাল্‌ক্' বলে।

২। অনর্থ পরিহার :

যাহা না হইলে চলে ও উপকার বিহীন, এহেন কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, বাক্‌বিতণ্ডা ত্যাগ, পরিহার, এড়াইয়া চলা এবং পরের দোষ তালাস না করা, পরমুখাপেক্ষীতা ও পরশ্রীকাতরতা– বিমুখ হইয়া, নিজ শক্তি সামর্থে হালাল রুজির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। অপচয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার–যথাঃ পান, বিড়ি-সিগারেট, অলঙ্কার, অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক পরিচ্ছদ, পবিত্র কোরান যাহাকে 'মর্হান' অহঙ্কারী 'ফাখুরাণ' গর্বকারী বলে নির্দেশ করেছে, যাহা মানবের দৈহিক, নৈতিক অবনতি ঘটায়, কর্ম বিমুখতা, অভাব অনটন, আর্থিক দুর্গতি আনায়ন করে। ভূষণ, ফ্যাসন, মোহের ফলে আদি অসভ্যতা 'পছন্দ' হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সমস্ত পরিহারের ফলে খোদা পথচারী 'ছালেক' কোরানের বাণী "মান্নাহান্ নাফ্‌ছা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া" মতে নিশ্চিত স্বর্গবাসী, ইহাকে ছুফি পরিভাষায় বলে 'ফানা আনিল হাওয়া।'

৩। সন্তোষ :

খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ সংসার স্বার্থ বুদ্ধিকে নত করিয়া মঙ্গলদায়ক রূপের ধ্যানে 'ছাবের' ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করা। যেহেতু স্রষ্টা সৃষ্টির রক্ষক, পালক, বর্দ্ধক, মঙ্গলদায়ক। ছুফি পরিভাষায় এই গুনজ প্রকৃতিকে বলে 'তছলিম' বা 'রজা।'

এই ত্রিবিধ নীতিমালাই 'ফানায়ে ছালাছা' বা বিনাশ পদ্ধতি। যাহা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেব্‌লার সপ্ত পদ্ধতির অন্তর্গত।

প্রথম অংশ, 'এবাদতে মোত্‌নাফিয়া' হিসাবে 'ছালেক' খোদা পথচারীর জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত গাউছিয়ত নীতিহীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবী করা চলে না।

[বিঃ দ্রঃ 'বেলায়তে মোতলাকার' দ্বাদশ পরিচ্ছদে হযরতের বাণী এবং অষ্টম পরিচ্ছদে বেলায়েত রহস্য অধ্যায়।]

বিনীত-

খাদেমুল ফোক্‌রা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

"মানব সভ্যতা" নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার বার্দ্ধক্যকালিন শেষ সঙ্কলন। বিভিন্ন গণ্ডিমনন প্রকৃতির গবেষণাকারীর লেখনীতে ছুফী-সভ্যতার উৎপত্তিস্থল তালাস করিতে গিয়া কেহ ইহাকে খৃষ্টানসাধক ধর্ম নির্গত, কেহ হিন্দু শাস্ত্র প্রকৃতি দিশারী প্রভৃতি বর্ণনা দেখিয়াই এই বইখানি লিখিতে মনোনিবেশ করিলাম।

নৈতিক মানবতা যেই নীতিকে ধারণ করিয়া বাঁচে বা রক্ষা পায় তাহার অপর নাম "ছুফীসভ্যতা" বা "নৈতিক মানব ধর্ম।" ইহা মোটেই দেশগত বা সমাজগত গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে পারেনা।

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর বাঁচিয়া থাকার একটি রীতিনীতি আছে। মানব সভ্যতা বাঁচিবারও নিশ্চয় একটি দিকনির্ণয়কারী রীতিনীতি আছে যাহা মানবতা। মানবতা দেশ বা জাতির গণ্ডি মুক্ত। ইহা অভিন্ন।

কাজেই বুঝিতে ও মানিতে হয় যে, মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধৃতি-ধাতু সংশ্লিষ্ট সভ্যতাও সনাতন এবং অবিনশ্বর। যদিও যুগপৎ দেশগত ও সংস্কৃতিগত ভাবে গণ্ডি বুদ্ধি সম্পন্ন জনতার চক্ষে রঙ্গিন চশমার মত বহুরূপ প্রতিভাত হয়। আমি এই ছুফীসভ্যতা সম্বন্ধে আমার লেখা 'বেলায়তে মোত্লাকা" প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে নিজ ধ্যান ধারণা গবেষণার আভাস ব্যক্ত করিয়াছি। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্যাবলী এবং গবেষণামূলক অন্যান্য বই-পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রচারমুখী করিয়াছি।

অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে

আমি যেই ভাবে কামেল অলিউল্লার নির্দেশিত উত্তরাধীকারী গদির "সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত, তদ্মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।

ইতি-

খাদেমুল ফোক্রা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী।

মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে

বাক-বিতণ্ডা পরিহারে

জানার আগ্রহে,

পরদোষ পরিহারে—নিজ দোষ ধ্যানে।

শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে

না দেখাইবে "পীর" যাকে এই তিন ধারা

আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানব সভ্যতা

"বিশ্ব মানবতায় ছুফী সভ্যতা"

ছুরা আল এমরান-১৬ আয়াত

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين-

উপরোক্ত পবিত্র কোরানের আয়াত ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠা হইতে "ছায়েরে রূহানী" প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সহকারে লিপিবদ্ধ আছে। দয়াল স্রষ্টা সৃষ্টি নিপুণতার বিকাশ মানসে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানব জাতির মঙ্গলার্থে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকে স্রষ্টানিদর্শন জ্ঞানদান, চরিত্র শুদ্ধিকারী ঐশীবাণী শিক্ষা এবং ধর্ম রহস্য তত্ত্বদানকারী মহাপুরুষ যুগে যুগে প্রেরণ করিয়াছেন।

সুতরাং দ্বিধাহীন ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিধান ধর্মছাড়া উর্দ্ধস্তরের মঙ্গল প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্র শুদ্ধি নৈতিক এবং রহস্যজ্ঞান দান প্রকৃতির খোদায়ী ইচ্ছা সম্বলিত সভ্যতার বিকাশ ধারা ও সনাতন এবং অবিনশ্বর, যাহার অপর নাম "ছুফী সভ্যতা"।

এহেন অবস্থায় ছুফীমতবাদ যাহা সকল ধর্মে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি "খাহেসাতে নফ্ছানীর কোরবানী" নীতিতে অভিন্ন। যদিও বিভিন্ন ধর্মে চলত ভঙ্গির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুগের চাহিদা মতে চলিতে দেখা গিয়াছে।

কাজেই ছুফী মতবাদ-ইছলামিক বা অনৈছলামিক এই প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু "ইছলাম" আরবী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ "গার্দান

নেহাদন বতাআত" অর্থাৎ আনুগত্য গ্রহণ। যাহা বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে বুঝায়। সৃষ্টি মাত্রই সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম মহান শক্তি আল্লাহতা'য়ালার অনুগত থাকিতে বাধ্য, তাই প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু খোদায়ী আইন নিয়ম পালন করে, হুকুম মান্য করে যাহা ঐ মহাশক্তির ইচ্ছার বিকাশ রূপ।

যে কোন জাতি বা দেশী গণ্যমান্য মনীষী সাধকসিদ্ধ "কামেল" পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পার্থিব কামনা শিথিল এবং স্রষ্টামননচিত্ত মগ্নচেতনা পরিনামদর্শি সম্পন্নই দেখা যায়, যাহা ছুফী সাধনার ফল। এই চিত্ত প্রকৃতি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এঁর "গারে হেরা" হইতে নবুয়ত যুগে ও বারবার ব্যক্ত ও প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। রছুলুল্লাহের (সঃ) পূর্ববর্তী হজরত খিজির (আঃ) "আছহাবে কাহাফ", হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এঁর পরিষদ সদস্য "আছেপ" হযরত ইছানবী (আঃ) ইত্যাদির পরে "ছাহাবী জমানাতে" হজরত আলী (কঃ) "আছহাবে ছোফ্‌ফা" প্রভৃতি, "তাবেইন" যুগে হযরত হাছান বছরী (রঃ) এবং হজরত ওয়াইচকরণী (রঃ) প্রভৃতি ক্রমে যাহা, বাছারা কুফা, বাগদাদ, পারশ্য ইত্যাদি স্থানে বহু সাধক মোছলেম ধর্মাবলম্বি এবং ভিন্নধর্মাবলম্বিদের মধ্যে বিকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে, যাহা সনাতন ও অবিনশ্বর। কাজেই সম্প্রদায় বা দেশগত পার্থক্য টানার জন্য এই নৈতিক ধর্মে বিভেদ প্রচেষ্টা খাপছাড়া এবং অবাঞ্ছিত। যেহেতু এই নৈতিক ধর্ম "তৌহিদী"-অদ্বৈত, "জম-আনী সমাবেশকারী বিভেদার্থক নহে, বরং বন্ধুভাবাপন্ন বিদ্বেষহীন।

কালের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে "নবুয়ত" বিধানগত আচার ধর্ম হজরত আদম (আঃ) হইতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত যেইরূপ ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়, শেষনবীর প্রতি "কোরান" পাকের বাণী "আল এয়া উমা আকমাল্‌তো লাকুম দীনাকুম" প্রকাশ আছে – তদরূপ পূর্ণতার সন্ধানে বিভিন্ন সময় ছুফী সভ্যতার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিকাশ মোটেই

অস্বাভাবিক নহে, বরং প্রগতি মুখি ও স্বাভাবিক। যেমন মওলানা রূমি বলেন :

কালের প্রসুতজান ছুফী সম্প্রদায়
প্রগতি পন্থীতারা নহে বিপর্যয়।

বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সাক্ষাৎ খোদা সান্নিধ্য "মে'রাজ" ফজিলাত ধারী হওয়া সত্ত্বেও যাহা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নাই তিনি নিজের এই বেলায়তি ফজিলাতকে প্রচার মুখী করেন নাই। তিনি কোরান পাকে খোদার বাণী : "অলল আখেরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা" এঁর সুসংবাদেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

"নবুয়তী" বিধান ধর্ম আচরণ প্রাধান্যতার অজুহাতে তৃতীয় শতাব্দী হিজরী সনে "একতেলাফ" বা মতানৈক্যতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া ছিল। মোছলেম শাসন আমলে বাদশাহী হুকুমত আচার প্রাধান্য হওয়ায় বিধান ধর্মের "ফকিহ"দের সহিত নৈতিক ধর্মাচারী ফকির ছুফীদের মতানৈক্যতায় বহু প্রগতিমুখী মর্মবাদী ছুফী জেল, জুলুম হত্যা প্রভৃতির অত্যাচারে জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশগামী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খোদার মহিমা নিজ নিজ সাধনা রেয়াজাত, বৈষয়িক সংসার কামনা বাসনার মায়া পরিহার, খোদাগুনজ নিজ হিতচিত্ত ও মগ্নচেতনার ফলে বিভিন্ন দেশে ইছলামী ছুফী সভ্যতা গৃহীত ও আদরণীয় হইয়া প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী গাউছুল আজম আরম্ভকারী "মোকাইয়াদায়ে মুহাম্মদী" (কঃ) জন্মগ্রহণের পর তিনির "খাওয়ারেকা-আদাত" বা অসংখ্য অলৌকিকতার প্রভাব এবং খোদা নৈকট্য "এলহাম এলকার" বিকাশে "জাহের বাতেন" এলেম–জ্ঞান অর্জনের গুণে গণমনে সুধীমণ্ডলীর হৃদয়ে সম্মানের আসন লাভ করেন। তাজদারে নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) বাণী–"খোদার সঙ্গে আমার এইরূপ সম্পর্কও সময়ে ঘটিয়া থাকে, যাহাতে "নবীয়ে মোরছেল" এবং নিকটতম ফেরেশতার ও স্থান – হয়

না।" এই বক্তব্য বেলায়তি শ্রেষ্ঠত্ত্বের পরিচায়ক, যাহার ফলে "মে'রাজ" বা সাক্ষাৎ খোদা সান্নিধ্য সংঘঠিত হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ) রছুলে করিমের (সঃ) জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে রাজী থাকায় হজরত রছুলে করিমের (সঃ) এই শ্রেষ্ঠ "বেলায়ত" হজরত আলী (কঃ) কে এনায়েত করিয়াছেন। বিশ্বনবী নিজে "এলেম" বা জ্ঞানের সহর এবং আলী তাহার দরজা বা "আমি ধর্ম রহস্যের ঘর আলী তাহার দরজা" এই বাণী হাদিস শরীফে বিদ্যমান দেখা যায়।

যুগের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এই বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ খোদায়ী ফজিলাত পীরানে পীরের ব্যক্তিত্বে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়। তাই তিনি দাবী করেন, – "সমস্ত খোদা পেয়ারা বন্ধুগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী।"

যাহাতে প্রমাণিত হয় নবুয়ত যুগের অবসানের পর তিনি তাজদারে নবীর বেলায়তি ফজিলতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠতম দিশারী এবং তিনিই উদাত্ত বাণী শুনান, "হে বিশ্ব মানব জাতি! উৎসাহিত হও আমার খোদায়ী প্রেমের মদিরা পান কর, জাতির তৃষ্ণা নিবারণকারী পূর্ণ প্রেম মদিরার পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছি।"

এই আহবানে সারা বিশ্বে আলোড়ন দেখা দিল, সুধীগণ বুঝিতে পারিলেন "এলহাম-এলকার" মূল্য শুনাশুনি রেওয়ায়েত হইতে অনেক উর্দ্ধের সত্য। গোঁড়া বিধান ধর্মের চাপে যেই ধর্ম রহস্য রূহানীয়াত বা প্রাণহীন মৃত্যুমুখী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পুনঃ জীবনী শক্তি লাভে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। তাই তিনি মহিউদ্দিন উপাধিধারী অলিউল্লাহ; ধর্ম জীবনদাতা।

শেষ নবীর আহমদ এবং মুহাম্মদ নামদ্বয়ের ফজিলতে "রব্বাণী" খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান প্রতীকের মুহাম্মদী কারুকার্য খচিত তাজ "বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মুহাম্মদী" হিসাবে প্রথম গাউছে আজম শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর মাথা মোবারকে স্থাপিত করেন যাহা

তাঁহার দাবী, খোদা আনুগত্যের সম্মান হার গলায় পরাইয়া ধর্মের অতীত রহস্য অবগত করেন ও প্রার্থিত বস্তু তাঁহাকে দান করেন। যাহার ফলে ইসলামের শাশ্বত কল্যাণধর্মী; স্বরূপ ন্যায় নীতি, দয়া, সাম্য প্রভৃতি আবার বিশ্ববাসীর চক্ষে ভাসিয়া উঠে। ইহাই শেষ নবীর মুহাম্মদী কারুকার্য খচিত সম্মান প্রতীক বা তাজ।

পুনরায় পাঁচশত বৎসর দীর্ঘ সময়ের যুগ পরিবর্তনে ১১৪৩ হিজরীতে হজরত আবদুল গণি তাবলুচি (রঃ) এঁর ওফাত বা মারা যাওয়ার পর খোদা পেয়ারা বুজুর্গদের আস্তানা খানকাগুলির প্রতি জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সুযোগে বহু কর্ম বিমুখ সহজ রূজী, তল্লাসী চতুর ব্যক্তিরা "পীরি" ব্যবসাতে প্রচুর রুজী, যথেষ্ট আদর সম্মান এবং সহজে মুখ রোচক খানা পানী মিলে বলিয়া সেই দিকে ঝুকিয়া পড়েন। তাই আল্লামা ইকবাল বলেন :

বৃদ্ধ দাড়ী পাকড়াই পীর সাজে
ছেলেরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঠাট্টা করে –

যাহাদের দাড়ী দীর্ঘ তাহারা খেরকা (যাহা ফকিরী) পোষাক পড়িয়া বুজুর্গ সাজে। দুর্ভাগ্য ইহারাই ধর্ম-বেচা ব্যবসা করে। রাত দিন মুরিদ সঙ্গে নিয়া ঘরে ঘরে বাড়ী বাড়ী গিয়া ছায়ের করে, কিন্তু ধর্মের জরুরাত বা আবশ্যকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, কোন খবরই রাখেনা। এহেন অবস্থায় আসল নকল বুজুর্গের বিচার পার্থক্য করা জনগণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে বিভিন্ন স্থানে ইসলামী হুকুমত শাসন ব্যবস্থার পতন এবং এই বাংলাদেশে বৃটিশ হুকুমতের পত্তনে জনমনে ইসলামী শরিয়ত বিধান শিথিল হইয়া পড়ে।

এহেন অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই "নাছুত" বা দৃশ্য জগতের (পশু স্তরের) পার্থিব প্রভৃত্তির প্রভাবে সংসার মোহমায়াতে কামনা বাসনার, অনর্থ

অপচয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং নৈতিক ক্ষেত্রে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে, যদিও রছুলে করিমের (সঃ) দাবী ছিল :-

"আনা বো এস্ত লেউতিম্মা মকারেমুল আখলাকে।" (হাদিস) অর্থাৎ- মানব জাতিকে চরিত্রের উচ্চ সোপানে পৌছাইতে তাঁহার আগমন। দুর্ভাগ্য, তাঁহার উম্মতের দাবীদার আজ কোরানের পরিভাষায় "ছফি" বা নিজ হীতচিত্ত অজ্ঞ এবং চরিত্রহীন ইতর। যাহা আচার ধর্মহারা বিভ্রান্তি এবং নৈতিক চরিত্র বিমুখতার ফল। বিশ্বের পার্থিব উন্নয়নকারী ব্যক্তিগণ বহু কিছু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেও বিশ্বমানবতা অতীত আঁধার ও অসভ্য যুগের দিকে পিছাইয়া চলিয়াছে। লোকে বলে ভুতের পা পিছন দিকেই গতিশীল। ইহার পরিণাম অতিব ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক হইতে বাধ্য। যাহা হজরত নুহ (আঃ) প্রার্থিত প্রাকৃতিক দুর্গতি অনিবার্য।

এহেন অবস্থাতে নৈতিক বিশ্বমানবতা, বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর গুণে গুণান্বিত বিশ্বের (প্রভু) মহান শক্তির মালিক আল্লাহ্‌রই শক্তিতে শক্তিমান শেষ নবীর আহ্‌মদি বেলায়তে ওজমার অধিকারী একজন কামেল অলিউল্লাহর প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহা বিভিন্ন মনীষীরাও কামনা করিতেছিলেন।

এমতাবস্থায় ইংরেজী ১৮২৬, বাংলা ১২৩৩, হিজরী ১২৪৪ এবং ১১৮৮ মঘীর ১লা মাঘ বুধবার আল্লাহতা'য়ালার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বহু জাতির সম্মেলন কেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যস্থলে মেরুরেখার পার্শ্বে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যমলা নির্ঝরিনী প্রবাহিনী গিরিকুন্তলা সবুজ মুকুট পরিহিতা চট্টলার বুকে মাইজভাণ্ডার গ্রামে "তৌহিদে আদিয়ান" বা ধর্ম সাম্যের দাবীদার নৈতিক ধর্ম প্রবীন এক খোদা পেয়ারা ব্যক্তির জন্ম এবং আবির্ভাব ঘটে। যাঁহার পবিত্র নাম সৃষ্টির স্রষ্টা উপাস্য "ইছমে আজম" "আল্লাহ" শব্দ এবং তাজদারে নবীর বেলায়তি নাম "আহমদ" যুক্ত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাব্যস্ত। যাহা শেষ নবীর মুহাম্মদ

আহমদ নাম দ্বয়ের শেষ বেলায়তি নাম। এই নামদ্বয় শেষ নবীর সম্মান প্রতীক। যাহা মুহাম্মদী সম্মানের প্রতীক বেলায়তে মোকাইয়াদার কারুকার্য খচিত তাজ পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর মাথা মোবারকে এবং "আহমদী" সম্মান প্রতীক বেলায়তে মোত্বলাকার কারুকার্য খচিত বেলায়তে ওজমার গাউছিয়ত ত্রাণ কর্তৃত্ব তাজ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (কঃ) মাথা মোবারকে স্থাপিত বলিয়া উভয় বুজুর্গের দ্বারা ইহা স্বীকৃত। তাই বুজুর্গানদের মধ্যে এ যাবত অন্য কেহই গাউছে আজমিয়তের দাবী করেন নাই।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ১২৬৮ হিজরী সালে কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় শেষ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত পাশ করেন এবং কোরান, হাদিস, ফেকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতা হাছিল করেন। পরে তখনকার পীরে কামেল হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবু শাহামা মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদেরীর শিষ্যত্ব বা মুরিদী গ্রহণ করেন। তিনি পীরের খেদমত, ছোহবত ও সাহচর্যে "গাউছিয়াত" মশরব-চলতভঙ্গি কামালিয়াত ও খেলাফত হাছিল করেন। পরে পীরে তরীকতের হুকুম মতে তাঁহার বড় ভ্রাতা শাহ সৈয়দ দেলাওর আলী-পাকবাজ (চিরকুমার) মোহাজেরে মদনী হইতে কুতবিয়ত ফয়েজ বরকত হাছিলে উভয় মসরবের কামালিয়াত ও খেলাফত লাভে পূর্ণ কামেলে আকমল পীরে এরশাদী সাব্যস্থ হন, যাহা গাউছে আজমিয়তের জন্য জরুরী।

বাড়ীতে আসার পর তাঁহার অলৌকিকতা ত্রাণ কর্তৃত্ব যশঃকীর্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিন দিন হাজতি মকছুদি প্রভৃতি রূহানী ও মানবতার উন্নয়নকামী দীক্ষাপ্রার্থী জনতার ভীড় বাড়িতে লাগিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাহাড়ী মগ-চাকমা প্রভৃতি জাতিরা-অন্তর্যামী ফকির মওলানা এবং মোছলমানেরা গাউছুল আজম বা শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা নামে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল।

হাফেজের পরিভাষায় বলিতে হয়।

"তোমার বিশ্বজয়ী চক্ষের পলক যখন বাহিরে বহির প্রকাশ ঘটিল, তখন দীল ঘায়েল জিন্দামানুষ একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল।"

অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সাহাচর্যে ও "খেদমত-ছোহবতের" বরকতে বহু লায়েক, আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পুর্ণমানবতা প্রাপ্ত, হালজজ্‌বায় খোদা প্রেম মত্ত অলিউল্লাহগণ বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। ফলে এই দেশী লোকেরা হাল জজ্‌বার অধিকারী এবং বাংলার গীতিজগৎ, চাষী, পালাগান, ডোম-নাচ প্রভৃতি অশ্লীলতা হইতে মুক্তি প্রাপ্তে খোদায়ী প্রেমরস নবী অলির কীর্তি গাঁথা মাইজভাণ্ডারী গান গজলের জলসা, জজ্‌বার আসরে পরিণত হইল।

তিনি সারা জীবন "ছায়ের" বা পীরি প্রচার বিহীন বুজুর্গি সাধনা, রেয়াজত মূলে নিজ আস্তানায় থাকিয়া ধর্মনিরপেক্ষ "তৌহিদ" বা খোদার একত্ববাদ, আত্মসংশোধন, সংযম, অনর্থ পরিহার, খোদা-নির্ভরতা, সাম্য, দয়া প্রভৃতি–আচার ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসাবে রছুলে করিমের (সঃ) "খোলকে আজিম" বা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের নিদর্শন। একদা আমার সামনে ধনঞ্জয় নামক এক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুছলমান করিলাম। "যাও"! এই যাও শব্দটি চট্টগ্রামী স্থানীয় ভাষায় এক বেপরোয়া শব্দ। আমি শুনিয়াছি অন্য একদিন একজন হিন্দু মুন্সেফ বাবুকেও বলিয়াছিলেন, –"আমি বার মাস রোজা রাখি–তুমিও রোজা রাখিও।" ছুফী পরিভাষায় রোজার অর্থ পাপ বিরত হওয়া। আরো বলিয়াছিলেন, – 'নিজের পাকানোই খাইও, পরের পাকানো খাইওনা।" অর্থাৎ নিজ বিচার বুদ্ধিমতে চলিও, পরের শুনা কথায় আস্থা বা মন দিওনা। ইহা তাঁহার বেলায়তে মোত্‌লাকার

অধিকার, যাহা মোকাইয়াদা যুগে কেহই বলেন নাই। কাজেই সকল ধর্মাবলম্বী জনগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার সম্মান হাতের মধ্যাঙ্গুলি সদৃশ্য মাথা উঁচা ছিল। তাই সকল শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সফলতা প্রার্থী হইত।

হজরত ইবনে আরবী (রঃ) প্রভৃতি মনীষী-বুজুর্গানের লেখা বিভিন্ন কেতাব "ফছুছুল হেকম" ইত্যাদি দৃষ্টে বুঝা যায়। তিনি "খাতেমুল ওলদ" বা খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়াদা অর্থাৎ পরিণতিকারী। তিনি, "মোত্‌লাকা" বা বিধান শিথিল যুগের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিউল্লাহ। তিনি এবং তাঁহার সাহচর্য প্রাপ্ত বুজুর্গানদের তিরোধানের পর জগতবাসী পশু স্বভাবে কামনা, বাসনা, অনর্থ, অপচয়ে এবং চিত্তবিনোদনে দ্বিধাহীনভাবে কাম প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হইবে।

এই সমস্ত "এলহামী" ভবিষ্যত বাণী মৎপ্রণীত "বেলায়তে মোত্‌লাকা" গ্রন্থে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রস্ফুটিত গোলাপ যেইরূপ ছোট কলি হইতে নিজ অন্তর্নিহিত রূপগন্ধ নিয়া আত্মপ্রকাশ করে লোকালয়ে জনমনে আনন্দ, দেমাগে শান্তি স্নিগ্ধতা দান করে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবার সময় নিজ রং রূপ গন্ধ রাখিয়া যায়, তদ্রুপ কামেল পেয়ারা প্রেম মদিরার অধিকারী ব্যক্তিরাও তাঁহাদের অন্তর্নিহিত প্রেমসুধা হেদায়েত ধারা বিশ্ব মানবতার কল্যাণে রাখিয়া যায়।

গোলাপ নিসৃত নির্যাসকে যেমন আগ্রহী সুধীবৃন্দ শিশি বদ্ধাবস্থায় হেফাজতে রক্ষা করে তদ্রূপ প্রকৃত ভক্তমুরিদ পীরের হেদায়েত ধারা খোদায়ী গন্ধকে গোলাপ নির্যাসের মত নিজ হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়া আল্লার প্রেমাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে।

মহা কবি আলাওল বলেন :

"গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদে অগ্নিকণা"
"প্রজ্বলিত করে যেন শিষ্য মহাজনা।"

এই মহানজন রীতিনীতি অনুযায়ী অমর শাশ্বত জিয়ন্ত বেলায়তি হেদায়েত গাউছিয়াত ধারা বিশ্বমানবতার ত্রাণ মানসে আজীবন তাঁহার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সপ্তপদ্ধতির মধ্যস্থতায়, কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্বমানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন। যাহার ফলে 'গুরুদাস' হিন্দুদের নিকট ও 'গুরুদাস ফকির' নামে পরিচিত ও সম্মানিত। বারবকুণ্ড স্থানে তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে মেলা বসে। মনমোহন হজরতের ফয়েজ বা দোয়ার বরকতে মনমোহন সাধুতে পরিণত, জাফর আলী শাহ, পশ্চিম পাকিস্তানে "বাঙ্গালী বাবা" এবং বাংলা বার্মার বিভিন্ন স্থানে বহু কামেল অলি উল্লার বিকাশলাভ ঘটিতে দেখা যায়। বহু অভাগা-ভাগ্যবান, নির্ধনী-ধনী অখ্যাত ব্যক্তি ও যশঃ কৃত্বির অধিকারী, হইয়াছেন। গলক্ষতযুক্ত ছেলে রাজকুমার দোয়ার বরকতে রায় বাহাদুর, দৃষ্টিহারা ও বিত্তহারা নূর আহমদ চক্ষু দৃষ্টি লাভ ও ধনের অধিকারী, হজরতের কেরামতের এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহাকে গান শুনাইয়া আলাউদ্দিন বিশ্বসুর শিল্পী নামে খ্যাত হয়। গণ্ডমুর্খ খায়েজ আহমদ আজীবন সুখে ও সম্মানে ছিলেন।

মওলানা হাদি বলেন :-

সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছধন
সাধু গণের দিল কিনিয়ে করেন ব্যাপার
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে
সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার।

রমেশ বলেন :

তোমার নামের খেয়ে মধু-
কুল ছাড়িল কুল বধু
অসাধু হইল সাধু-
প্রেমেতে তোমার-

মছনবী রূমী বলেন :

বলিয়াছেন নবীবর -আমার উম্মতে
আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে।

তাঁহার সপ্ত পদ্ধতি :

(১) "দেহ তত্ত্ব-পরদোষ পরিহার, নিজ দোষধ্যান পর মুখাপেক্ষিতা বর্জন।

যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্মশক্তি সামর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎরুজিতে সক্ষম হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে : "ফানা আনিল খাল্ক।"

(২) অনর্থ পরিহার-যাহা না হইলে চলে সেই কাজ কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা। যাহাতে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার ক্ষেত্রে ঝামিলা মুক্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসার জীবন যাপন ও পরকালীন নিশ্চিত স্বর্গের অধিকারী সাব্যস্ত যাহা কোরানের বাণী। ছুফী পরিভাষায় বলে – "ফানা আনিল হাওয়া।"

(৩) স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তির নিকট নিজ বাসনা কামনার নত ভাব, যাহার ফলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির সত্য জ্ঞান উন্মেষ এবং মুর্খতার বিলোপ হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে - "তছলিম" ও "রজা"।

এই গুণাবলীতে প্রথম স্তরের সংসার আসক্ত কু-স্বভাব বর্জনে মুখ্যব্যক্তিদের স্বভাব অর্জিত হয়।

(৪) অধিকার লব্ধ বৈধ কাজে সংযম লাভ ও পাপ বিরত অভ্যাস মানসে বর্জন করা। যথা : "রোজা" ইচ্ছাকৃত উপবাস। ছুফী পরিভাষায় বলে – "তাকওয়া" স্রষ্টা ভয়। যাহার ফলে এই পথচারী সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান-আলো পায়।

(৫) পরের নিন্দাতে আত্মশুদ্ধি। যেহেতু নিজের অগোচর দোষের অবগতিতে দোষ মুক্তির সুযোগ, ফলে আক্রোশের পরিবর্তে বিশ্ববন্ধু ভাব লাভ হয়। ইহাতে উর্দ্ধ শক্তি জগতে নিজের শক্তি অর্জিত হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে - "কালো মৃত্যু"

(৬) কামভাব এবং লালসা মুক্ত হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী ব্যক্তি "মূখ্য" বা অলি উল্লাহদের মধ্যে গন্য হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ-"লাল মৃত্যু"।

(৭) নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। যাহার ফলে "ছালেক" অর্থাৎ খোদা পথচারী প্রভাব সম্পন্ন বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হইবে। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় বলে : "সবুজ মৃত্যু"।

এই সপ্ত পদ্ধতি ব্যক্তিকে, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। মুক্তির দিশারী মনন প্রকৃতির সপ্তস্তর উন্নত মার্গে স্রষ্টা সান্নিধ্য দানের সহায়ক হয়। কামনা, বাসনা, অনর্থ ও অপচয় এবং ভৌতিক প্রেরণা আড়াল মুক্তিদান করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে সক্ষম যে এই বেলায়ত বিশ্বজনিন ছুফী ধ্যান ধারণার প্রতীক। তিনি একজন বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গুণে গুণান্বিত বিধান শিথিল সকল ধর্ম শাস্ত্র গোড়ামী বিধান কঠোরতামুক্ত এবং "বেলায়তে মোত্লাকা" জামানার আরম্ভকারী, অতীত বিশ্ব বেলায়তের খোদা আনুগত্য বা সনাতন ইসলামের নৈতিক পুর্ণতা দানকারী। যাহা বিশ্বমান্য "এলহামী" মকাশেফার এলমে-লদুনীর কামেল অলিউল্লার কেতাব "ফছুছুল হেকম, হযরত তোরাব আলী কলন্দর রচিত "মতালেবে রসিদী", হাদিছ, কোরান ও কেতাব স্বীকৃত ভবিষ্যত বাণীমতে এবং সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য বুজুর্গানেদীনের বাণী ও কাজ কর্মে সমর্থন আছে। তাঁহার জীবনী ও কেরামত নামক গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় "বেলায়তে মোত্লাকা", উর্দ্দু আয়না-ই-বারী"তে ও প্রমাণিত। মওলানা রুমি বলেন –

১। "শেষ জামানার বিপদ মুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির আঁচল ধর, অনুসারী হও, যেই ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাবধারা সজাগ-চেতনা সম্পন্ন।"

২। মনে কর সেই ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি খোদাভাব দ্বারা জীবিত।

دامن او کیر زوتر بیگمان - نارهی از أفت اخر زمان

سایأے یردان بود مرد خدا - مودےاین عالم وزندا خدا

উপরোক্ত বর্ণনাদির দিকে নজর দিলে সহজে বুঝা যায়, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) কি ধরনের খোদা পেয়ারা বুজুর্গ। সংসার ত্যাগি না হইয়া সংসার বিরাগী খোদা অনুরাগী নীতিতে খ্যাতি সম্পন্ন "ছায়েরে মা-আল্লার" অধিকারী। এরসাদী গাউছিয়াত "মসরব" চলত ভঙ্গি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব পীরে কামেলের নিদর্শন।

বর্তমান পৃথিবীর হালচাল রীতিনীতি, খোদা ভুলা ও নবী অলিগণের নীতি বিমুখ বল্গাহীন জনগণের অবস্থার পরিণাম চিন্তা করিলে দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবে, যে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার মানসে "মছনবী রুমীর" হিত উপদেশ মতে এই বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিয়ে কামেলের নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু বিশ্বমানবতার বিপদ মুক্তির জন্য এইরূপ স্বতস্ফুর্ত মুক্তির ফরমুলা বা রীতিনীতি অন্য কেহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন নাই।

তাই তিনি খোদা পেয়ারা বিশ্ব অলি এবং তাঁহার "ফজিলতে রব্বানী" খোদা প্রদত্ত, শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব। সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ঝামিলা মুক্ত ধর্মীয় রহস্য প্রধান হেকমত কৌশল। পবিত্র কোরানের বাণীমতে, "যাহাকে ধর্মের রহস্য হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন সেই অনন্ত ভালাইর অধিকারী, ছুরায়ে বাকরা দ্রষ্টব্য।

বেলায়তে মোত্‌লাকা। ১৯ পৃঃ।

মন মাঝি তুই দিসা হারা, – আবোল তাবোল কিসের ভাবা।
আপন চিত্তে বিভোর হলে,–দিশা পাবি আগা গোড়া।
পরের চিন্তা পরিহার, – নিজের চিত্তের পাল ধর।
আঁধার যাবে আলো পাবি, – একলা ঘরের মানস পটে।।
একলা আসা একলা যাওয়া, – একলা ছাড়া নাহি কিছু।
বিশ্ব স্রষ্টা একলা জান-বিশ্ব সৃষ্টির প্রাণ বন্ধু।।
আঁধার ঘর আলো কর, –একলা ঘরে প্রদীপ জ্বালো।
অনর্থের পরিহার, –স্রষ্টা প্রেমের আগুন জ্বাল।।
কর্ম্ম মুখর সৃষ্টি মান, – আল্লাহুহু, ছামাদ জান্।
বিশ্বকর্মা আল্লাহু তা'লা, – কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফিস্ সান।।
প্রকৃত কিতাব তুমি, যাহা আসল তত্ত্ব।
তালাস কর নিজ হতে তোমার নিজের দেহ তত্ত্ব।।

–মওলানা রুমী স্মরণে

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী আল্লাহতা'লা প্রদত্ত "ফজিলতে রব্বানী" প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। ইহা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় হেকমত-কৌশল তিনি স্ব-স্থানে বর্তমান থাকিয়া – আত্মশুদ্ধিকামী ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গলার্থী ব্যক্তিদের তাঁহার ত্রাণ কর্তৃত্বগুণে সংসার ঝামিলা–"মুছিবত" মুক্তী "রুহানী ছাফায়ী" দান করিতে সক্ষম। তিনি কাহারো বাড়ী গিয়া হেদায়ত বিতরণ মানসে পীরগিরি করেন নাই।

তৃষ্ণাতুর, শরীরের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং সংসার জীবনযাত্রা সুগম সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যতা তালাসী স্বাবলম্বি ও এবাদতকারী ব্যক্তিরাই পবিত্রতা হাছিল করেন পুকুরে, পুকুর স্বস্থানে বিদ্যমান থাকে, কাহারো কাছে যায় না।

তদ্রূপ আলোর মশালে কীটপতঙ্গ, ঝাপাইয়া পড়ে, ঐ মশালের আলোর আকর্ষণে, কিন্তু সেই আগুণেই পতঙ্গ আত্মহুতি দেয় এবং আগুণে জ্বলিয়া নিজ ভৌতিক দেহকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সেইরূপ আত্মশুদ্ধিকামী-নিজ সংসার ও পরকালীন মঙ্গলার্থী ব্যক্তিরা বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব ও খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিকে ধাইয়া আসে। যাহারা পীরে "এরসাদী"–হেদায়েত দান যোগ্যতা সম্পন্ন তাঁহারা হেদায়ত তল্লাসী ব্যক্তিকে নিজের ত্রাণ কর্তৃত্বগুণে উপকার করিতে সক্ষম। রুহানী ছাফায়ী আত্মার শুদ্ধিকামী ব্যক্তিকে পুকুরের জলের মত ছাফায়ী দান, তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি মঙ্গলদান করেন এবং করিতে সমর্থ।

যেহেতু এই ব্যক্তিত্ব শক্তি সম্পন্ন 'মজজুবে ছালেক' এবং 'ছালেকে মজজুব' ব্যক্তিরাই উপরোক্ত ছাফায়ী বা মঙ্গল দানে সমর্থ।

কারণ তাঁহারা অবস্থা অবগত মঙ্গলইচ্ছুক একক খোদায়ী শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন, ইহাই গাউছিয়াত ধারা বা "মশরব" নামে পরিচিত। মজজুবে ছালেক বা ছালেকে মজজুবের চলতভঙ্গি রীতিনীতি, পীরে এরশাদী। আলোকাধারে প্রজ্বলিত আগুনে পতঙ্গের মত খোদা প্রেম আসক্ত ব্যক্তিরা খোদায়ী প্রেমাগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িতেও দেখা যায়। বহুস্তরে তাহাদের সংসার অবস্থা ঐ পতঙ্গ বা কীটানুরূপ জ্বলিয়া ছারখার হইতেও দেখা যায়। সেহেতু এই খোদা প্রেম বিমুগ্ধ "মজজুব" সংসার ধর্ম পরিত্যক্ত অলিউল্লাহ্‌গণ ব্যক্তি বা ব্যষ্টি অবস্থা সম্পর্কে অবগত নহেন। নিজ হাল অবস্থায় নিজে বিভোর চিত্ত থাকেন। পরকে নিজ চিন্তা করিতে বা মঙ্গল কামনার "ফুরছত" বা অবকাশ থাকেনা। এই স্তরেও দেখা যায় মশাল দেখিয়া পতঙ্গের দল মশালের দিকে ধাইয়া আসে, মশাল নিজ আলোকাধারেই থাকে এই দিক সেই দিক ছুটাছুটি করিয়া পতঙ্গ বা কীট তালাস করেনা।

মওলানা রুমী বলেন ঃ-

যেই বালি উৎস দ্বারা লোকের উপকার করেনা, দাতা নহে বরং শোষক, তাহার নিকট পানি পাওয়ার আশা করা বৃথা। ইহা তোমার এক ফোটা পানি পাইলে তাহাও শোষণ করিবে।

শোষক বালী সদৃশ্য পরশ্রীকাতর লোভী ব্যক্তিরা এক ফোটা রক্ত লোলুপ মশকের মত লোকের কানের কাছে গিয়া ইঙ্গিত বস্তু পাইবার আশায় রঙ্গিন বুলি আওড়াইয়া অথর্ব বানাইয়া কর্ম বিমুখ করে এবং প্রাণঘাতি জীবাণু প্রবেশ করাইয়া মানবতা হরণ পূর্বক তাহার যথা-সর্বস্ব লুট করে। "যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান।" হাদিছ বাণীমতে পীরের যোগ্যতা বিহীন, সনদ বিহীন, পীরে কামেলের ছিলছিলা, সজ্‌রা হারা, নীতিহারা ধুকাবাজ ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই সমাজের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতে তৎপর দেখা যায়।

পক্ষান্তরে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ্ (কঃ), ব্যবসায়ী পীরি দুর্নীতি দূরকারী হিসাবে সমস্ত ছুফী সম্প্রদায়ের মতে এবং হাদিছে নবীয়ে আখেরীর বাণী মতে প্রতিষ্ঠিতা জনগণকে উৎস বা "ফোয়ারার" নির্দোষ স্বচ্ছ পানীয়দান সদৃশ্য, তিনি বিশ্ব মানবতাকে শান্তি দানকারী, লোভহীন, কামনাহীন নির্বিলাস জীবন যাপনকারী পীরে- "এরশাদী" - হেদায়তকারী, যোগ্যতাসম্পন্ন মজ্‌জুবে ছালেক অলিউল্লাহ্। বেলায়তে মোতলাকা-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ১০৭ পৃষ্ঠায় হজরতের উক্তি ঃ- আমি মজ্‌জুবে ছালেক হই মজ্‌জুবে মহাজ'নহি বায়তুল মোকাদ্দাছে নামাজ পড়ি।

বাহারুল উলুম মওলানা আবদুল গণি রচিত "আয়না-ই বারী" নামক কিতাবের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।

اولین مجذوبه سالك امده است

كوز اول باخدا واصل شده است

خق فرستادش بسوے خلق زولك

تاكه خلقان جهزه رار انمود

سالها بايد فلك بررود

تاكه پيرے اين جنين پيدا شود

افكۓ وجود بركت امور اهل علم كيلئے كبريت احمر هے مشت
خاك كو زر بنا تا انكى نظر فيض كى اثر هے -

অর্থাৎ : - 'বহুদিন পর আছমানী গতি পরিবর্তনে পৃথিবীতে এইরূপ অলিউল্লাহ্‌র আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাহার শিক্ষাদানকারী বাণী এবং চরিত্র কিমিয়া শাস্ত্রের লাল গন্ধক সদৃশ্য তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ।"

وان دوم راسالك مجذب دان - كوسلوكے كرده باشد رهروان
درياضت درعبادت سالها - كردسمى وگسته قابل جذب را
جون دل أو قابل أنوار شد - جان باكش قابل أسرار شد -

'মানব জাতির ধাতজ, - নৈতিক চরিত্র সংশোধন যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিকে "ছালেকে মজ্‌জুব" বলে।

অর্থাৎ হেদায়তকারী পীরে এরশাদী দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিকে বলে ছালেকে মজ্জুব। এই শ্রেণী ছাড়া অন্য ব্যক্তির নাম ব্যবহারকারী "সেজরা" ছিলছিলাহীন ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা - নীতিহারা, পীরহারা, চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ জনগণের নিকট যায় টাকার লোভে; তাহারা নিতে জানে, দিতে অভ্যস্ত নহে কারণ সেই যোগ্যতা তাহাদের নাই। সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি সু-খাদ্য ও ধন ও বাহ্‌বা তালাসীর দিকেই তাহাদের লক্ষ্য সৎকার্য তালাসী নহে।

কোরান বাণী মতে ঃ-

"মন্নাইন লিল খায়েরে মোহ্তাদিন আছিম।"

সৎকার্য বিমুখ অবাধ্য, পাপ কার্যে রত দুর্নীতিবাজ। উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর কামেল ব্যক্তির খেদমত সাহ্চর্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছালেকে মজ্জুব অলিয়ে কামেলের সাহ্চর্য একান্ত জরুরী। কারণ পীরের কথা শুনা, কাজ দেখিয়া চরিত্র সংশোধন ও কাজের রহস্য বুঝিয়া খোদাই জ্যোতি আহরণ অনিবার্য।

যেহেতু বাক্যে ভুল ভ্রান্তি বুঝিতে সক্ষম কাজ দেখিয়া সৎকার্যে উৎসাহী এবং অভ্যস্ত হইতে পারিবে। পীরের কাজের রহস্য এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে পীরে কামেল ও ভন্ড ব্যবসায়ী পীরের মধ্যে পার্থক্য পরিচয় করা সম্ভব হইবে। যেহেতু পীরে কামেলকে চিন্তা করিলে স্রষ্টা পরিচয় এবং আন্তরিক প্রাণজ্যোতি বাড়িবে। ব্যবসায়ী ভণ্ডকে চিন্তা করিলে তাহার ভণ্ডামী শিকারী পাখী সদৃশ্য ফাঁদে আটকাইয়া পার্থিব স্বার্থ হাছিলের কৌশল ধরা পড়িবে। কারণ তাহার কথা ও কাজ অবস্থা মতে বেমিল এবং যাহা অতীত জীবনের কাজ কর্মে প্রমাণ করিতে বাধ্য। যেহেতু হজরত রছুলে করিম (সঃ) নিকটবর্তি বাসিন্দাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন আমার অতীত জিন্দেগী মন্দ থাকিলে অদ্যও মন্দে প্রবাহিত, আর যদি ভালোই ছিল তবে আজও মন্দ হয় নাই। মওলানা রুমী বলেন ঃ-

"তোমার দিল, মনোভাব যদি পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ কর তোমার দিব্যচক্ষু তাঁহার জ্ঞান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে।"

মোল্লা ছাদি বলেন ঃ-

"সৎ ব্যক্তির সাহ্চর্য তোমাকে সৎ-ই করিবে, খারাপ প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্য তোমাকে খারাপই করিবে।"

যেহেতু "মানুষ অনুকরণ প্রিয়" (হাদিছ বাণী দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দ্বিধাহীন

ভাবে প্রমাণিত যে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কামেল অলিউল্লাহ্ ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা পীরে "এরশাদী" বা হাদী নহেন। ইহাঁদের অনুসরণ ইচ্ছুক ব্যক্তি বা ইহাঁদের অনুসারী মুরিদরা বিপদগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হইতে বাধ্য।

যেহেতু কথা, কাজ এবং ত্রাণ কর্তৃত্ব ইচ্ছাশক্তি ছাড়া "হেদায়ত" বা ভৌতিক বাসনার আড়াল মুক্তি সম্ভব নহে।

হজরত আবদুল গণি তাবলুচির পর জনগণের মনে সিদ্ধ কামেল পীর বুজুর্গানদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে তাঁহাদের আস্তানাদির দিকে ঝোঁক বৃদ্ধির সুযোগে কতেক কর্মবিমুখ সহজ রুজি ও মুখরোচক খানা তালাসী লোক' নিজ নিজ সুখ সমৃদ্ধির মানসে পীরি ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখা যায়।

দেশীয় একশ্রেণীর লোকের অজস্র এবং অকাতর দান সুস্বাদু খাদ্য ও সম্মান এই পীর ব্যবসায়ী দিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত ও ধনশালী করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই দেশে নীতিহারা, ধর্মহারা, খোদা এবং পরকাল ভুলা লোকের সংখ্যাধিক্যতা দেখা যাইতেছে। প্রতিক্রিয়া বা "রি-একশন" হিসাবে নাস্তিকতাবাদ মাথাচাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছে; যদিও সক্ষম ব্যক্তির পর মুখাপেক্ষিতা কোরান হাদীছ এবং নৈতিক ধর্ম মতে অবৈধ এবং পাপ।

পরকালীন "বেহেস্ত" স্বর্গের খোদায়ী সনদ হাছিল মুক্তি লাভ করিতে হইলে অনর্থ পরিহার যাহা না হইলে চলে সেই কাজ, ব্যবহার ও কথা পরিত্যাগ একান্ত দরকার যাহা পবিত্র কোরানের ছুরায়ে "নাজেয়ার" ৪০ ও ৪১ আয়াতে বিঘোষিত আছে। ইহা অকাট্য সত্য, উপরোক্ত ফানায়ে ছালাছার "গাউছিয়ত নীতিই" মুক্তির দিশারী।

সমাপ্ত

বংশ লতিকা (পুত্র বংশীয়)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) (১৮২৬–১৯০৬)

১ম পুত্র
অল্প দিনে পরলোক গমন করেন

২য় পুত্র
শাহজাদায়ে গাউছুল আজম সৈয়দ ফয়জুল হক (কঃ) (১৮৬৫–১৯০২)

১ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ মীর হাসান (১৮৯১–১৯০৬)

২য় পুত্র
সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) (১৮৯৩–১৯৮২)

১ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ জিয়াউল হক
(১৯২৮–১৯৮৮)

২য় পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক
মোন্তাজেম (১৯৩২–২০০৬)

৪র্থ পুত্র
শাহজাদা ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক
মোন্তাজেম

৫ম পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ সহিদুল হক
মোন্তাজেম

৩য় পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ এমদাদুল হক
সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেম

একমাত্র পুত্র
শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেম

শজরায়ে আহমদিয়া

কাদেরীয়া গাউছিয়ার ধারাবাহিকতা।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এঁর মনোনীত সাজ্জাদানশীন
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক মনোনীত সাজ্জাদানশীন
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)